উম্মতকে স্মরণের প্রতি লাখো সালাম

11-September-2025

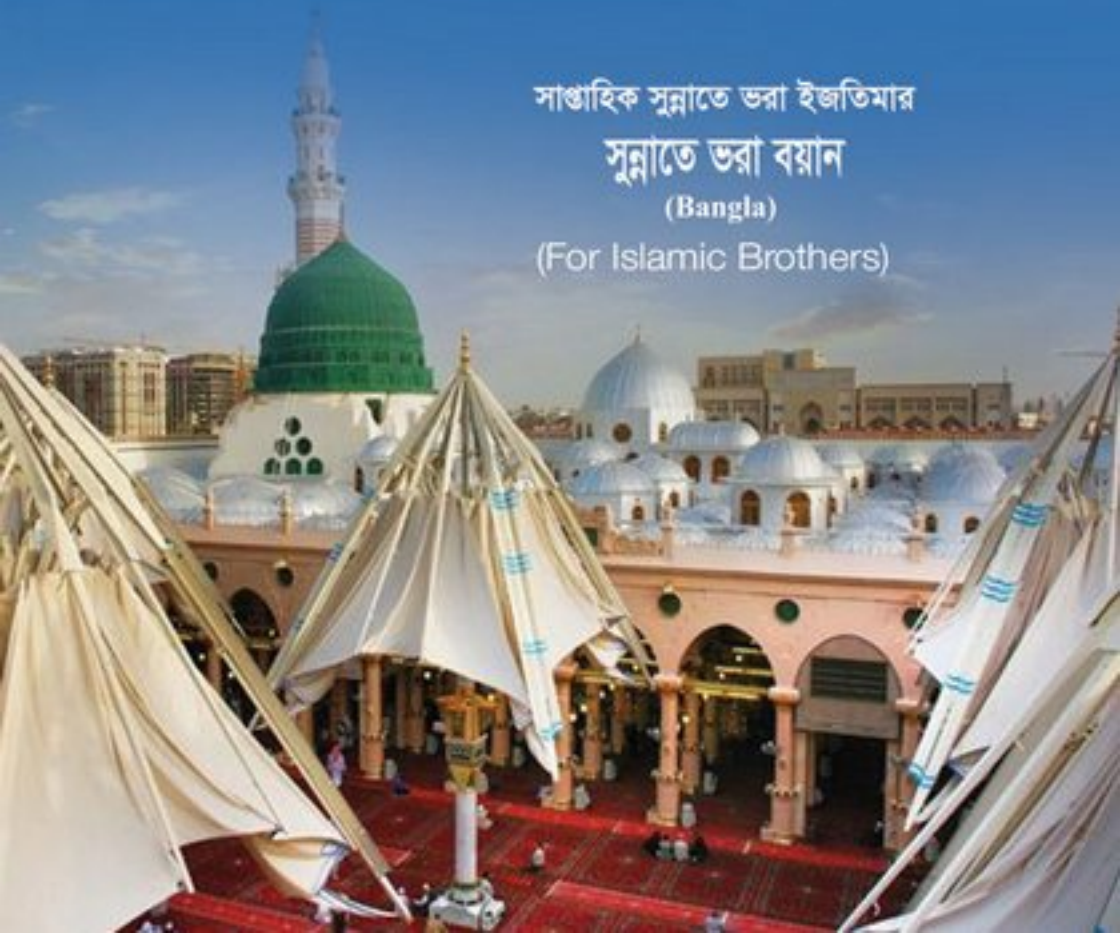

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 4
বয়ান শোনার নিয়্যত 5
এই নাও এসে গেছে আমার রক্ষক! 6
কিয়ামতের দিনে উম্মতের চিন্তার নমুনা..... 10
প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান এবং আমাদের গুনাহ 10
উম্মতের প্রতি দয়া ও মমতার কয়েকটি উদাহরণ 13
কান্না করার কারণ কি?..... 15
(১) কিয়ামত পর্যন্ত "উম্মতি উম্মতি" করবেন 17
(২) মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর বাণী..... 18
১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা18
উম্মতের কিরূপ হওয়া উচিৎ? 19
হাদীসে পাক সম্পর্কে মাদানী ফুল 21
ঘোষণা..... 22
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 23
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 23
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 23
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 24
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 24
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:..... 24
(৬) দরূদে শাফায়াত:..... 25

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী 25
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 25
হাদীসে পাক সম্পর্কে অবশিষ্ট মাদানী ফুল 26
আল্লাহর নেয়ামত পাওয়ার পরের দোয়া 27
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 28
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 29
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 31
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 31
মাসিক ৪টি নেক আমল 31
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 31
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 32

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اِنَّهٗ جَآءَنِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اَمَا يُرْضِيْكَ يَا مُحَمَّدُ اَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا

অর্থাৎ জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলো: আপনার দয়ালু প্রতিপালক ইরশাদ করেন: হে মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আপনি কি এই বিষয়ে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মত আপনার প্রতি একবার দরূদ প্রেরণ করবে, আমি তার প্রতি দাশটি রহমত অবতীর্ণ করব এবং আপনার উম্মতের মধ্যে যে কেউ একবার সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার প্রতি দশবার সালাম প্রেরণ করব।

(মিশকাত, কিতাবুস সালাত, ১/১৮৯, হাদীস ৯২৮)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাকের সালাম প্রেরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হয়তো ফেরেশতাদের মাধ্যমে সালাম প্রেরণ করা বা বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ রাখা। **(মিরাতুল মানাজিহ, ২/১০২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো

☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنْ شَآءَ الله আজকের বয়ানে আমরা "প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের প্রতি ভালবাসা" এর হৃদয়গ্রাহী ঘটনাবলী শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আসুন! প্রথমেই একটি ঈমান উদ্দীপক হাদীসে পাক শ্রবণ করি।

এই নাও এসে গেছে আমার রক্ষক!

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; "কিয়ামতের দিন হযরত সায়্যিদুনা আদম সাফিউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام আরশের পাশে একটি বিশাল ময়দানে অবস্থান করবেন, তিনি সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় থাকবেন, আপন সন্তানদের ঐ সমস্ত লোকদের দেখতে পাবেন যারা জান্নাতে প্রবেশ করছে এবং আপন সন্তানদের মধ্যে তাদেরকেও দেখতে পাবেন যারা জাহান্নামে যাচ্ছে। ঐ সময় আদম عَلَيْهِ السَّلَام হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একজন উম্মতকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে দেখবেন। সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام আহ্বান করবেন: হে আহমদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! হে আহমদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করবেন: "লাব্বাইক হে আবুল বশর!" হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام বলবেন: "আপনার এক উম্মতকে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে।" একথা শুনে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ফেরেশতাদের পিছু নিবেন, আর ইরশাদ করবেন: "হে আমার

প্রতিপালকের ফেরেশতারা! থামো।” তাঁরা আরয করবে: “আমরা আদেশপ্রাপ্ত ফেরেশতা, যে কাজের জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন সেটার অবাধ্যতা আমরা করিনা, আমরা তাই করি যা আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে।” তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুঃখিত হয়ে নিজের দাড়ি মুবারককে বাম হাতে ধরবেন এবং আরশের দিকে হাতে ইঙ্গিত করে বলবেন: “হে আমার পরওয়ারদিগার! তুমি কি আমার সাথে ওয়াদা করোনি যে, আমাকে আমার উম্মতের ব্যাপারে অপদস্থ করবেনা।” আরশ থেকে আওয়াজ আসবে: “হে ফেরেশতা! মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আনুগত্য করো এবং তাকে ফিরিয়ে দাও।” অতঃপর রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের একটি থলে থেকে একটি সাদা কাগজ বের করবেন এবং সেটাকে মীযানের ডান পাল্লায় রেখে বলবেন: “بِسْمِ اللهِ” অতঃপর নেকীর পাল্লা গুনাহের পাল্লার চেয়ে ভারী হয়ে যাবে। আওয়াজ আসবে: “সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী হয়ে গেলো এবং তার মীযান ভারী হয়ে গেলো। তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও। ঐ বান্দা বলবে: “হে আমার প্রতিপালকের ফেরেশতা! একটু দাড়াও, আমি এই বান্দার সাথে কথা বলে নিই, যিনি আল্লাহ পাকের দরবারে এতোই সম্মানিত।” এরপর সে আরয করবে: “আমার মাতা-পিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক! আপনার নূরানী চেহারা কতই না সুন্দর এবং আপনার আকৃতিও অনেক সুন্দর, আপনি আমার ভূলত্রুটি ক্ষমা করিয়ে আমার অশ্রুর প্রতি দয়া করেছেন (আপনি কে?)।” তখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করবেন: আমি তোমার নবী মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আর এগুলো তোমার ঐ দরূদ যা তুমি আমার প্রতি প্রেরণ করতে, তা তোমাকে পুরোপুরি উপকৃত করেছে, যা তোমার প্রয়োজন ছিল। **(মাওসূআহ ইবনে আবিদ দুনইয়া ফী হুসনিয যান্নে বিল্লাহ, ১/৯১, হাদীস ৭৯)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঈমানোদ্দীপক ঘটনা থেকে কিছু পয়েন্ট জানা যায়, যেমন; নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দানক্রমে গায়েবের জ্ঞান (অদৃশ্যের জ্ঞান) রাখেন, যা কিছু হচ্ছে এবং যা কিছু ভবিষ্যতে হবে বরং কিয়ামতে যা কিছু হবে সকল বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ পাক হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করে দিয়েছেন, যেমনটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام সম্পর্কে বলে দিলেন যে, কিয়ামতের দিন আরশের নিকটে প্রশস্ত ময়দানে উপবিষ্ট থাকবেন, দু'টি সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় থাকবেন, আপন সন্তানদেরও দেখবেন এমনকি নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একজন উম্মতকে দোযখে যেতে দেখে নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁর প্রতি মনযোগী করে তাকে সাহায্য করবেন।

এটাও জানা গেলো যে, আল্লাহ পাকের দরবারে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কত মহান, নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ পাকের দয়া।

এখানে এই বিষয়টিও মনে গেঁথে নিন যে, প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরশের দিকে হাতের ইশারা করা, আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করার জন্য, এটা নয় যে, مَعَاذَ الله আল্লাহ পাক আরশে থাকবেন এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে ইশারা করবেন, কেননা আল্লাহ পাক তো স্থান ও দিক (Direction) থেকে পবিত্র, তাঁর কথাও আওয়াজ থেকে পবিত্র, তা এমন যেমন তাঁর শানের উপযোগী।

এই বর্ণনা থেকে এটাও জানা গেলো! দরূদে পাক পাঠ করা খুবই বরকতময়, দরূদে পাক পাঠকারী যেমনিভাবে দুনিয়ায় বরকত দ্বারা

উপকৃত হয়, اِنْ شَآءَ الله কিয়ামতের দিনও এরূপ ব্যক্তিরা খালি হাতে ফিরবে না, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরাও যেন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, মোটকথা সর্বদা (Every time) দরূদে পাকের উপহার প্রদান করতে থাকি, اِنْ شَآءَ الله দরূদে পাকের বরকতে দুনিয়াও সজ্জিত হয়ে যাবে এবং আখিরাতও সজ্জিত হয়ে যাবে।

এই ঘটনা দ্বারা একটি বিষয় এটাও জানা গেলো যে, নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের উম্মতকে অত্যধিক ভালবাসেন, কিয়ামতে যখন চারিদিকে নফসী নফসীর অবস্থা হবে, সেই দিন যার সম্পর্কে আল্লাহ পাক নিজের পবিত্র বাণী কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿۳۴﴾ وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْهِ ﴿۳۵﴾ وَ صَاحِبَتِهٖ وَ بَنِيْهِ ﴿۳۶﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَىٕذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿۳۷﴾

(পারা ৩০, সূরা আবাসা, আয়াত ৩৪-৩৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সেদিন মানুষ পলায়ন করবে নিজ ভাই, মাতা ও পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে। তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সেদিন একটা মাত্র ভাবনা থাকবে, যা-ই তাকে (অন্যের ভাবনা থেকে) বিরত রাখবে।

উৎসর্গীত হয়ে যান! এরূপ বিপদসঙ্কুল সময়েও দয়ালু আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের গুনাহগার উম্মতের জন্য অস্থির হয়ে যাবেন, তাদেরকে নিজের দয়াময় আঁচলে ঢেকে নিবেন, আল্লাহ পাক থেকে তাদের ক্ষমা করিয়ে নিবেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করিয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো একটি হাদীসে পাক শ্রবণ করি।

কিয়ামতের দিনে উম্মতের চিন্তার নমুনা

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম (عَلَيْهِمُ السَّلَام) স্বর্ণের মিম্বরে উপবিষ্ট থাকবেন, আমার মিম্বর খালি থাকবে, কেননা আমি আমার দয়ালু রবের নিকট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবো যে, এমন যেন না হয়, আমাকে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ দিয়ে দিবেন আর আমার উম্মতরা আমার অবর্তমানে কষ্টে পতিত হতে থাকবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: হে মাহবুব! আপনার উম্মতের ব্যাপারে সেটাই সিদ্ধান্ত নিবো, যা আপনার ইচ্ছা। আমি আরয করবো: "اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ حِسَابَهُمْ" অর্থাৎ হে দয়ালু আল্লাহ! তাদের হিসাব দ্রুত নিয়ে নিন।" এবং এরূপ বারবার আরয করতে থাকবো, এক পর্যায়ে আমাকে দোযখে যাওয়া উম্মতদের তালিকা প্রদান করা হবে (যারা দোযখে প্রবেশ করেছে তাদের শাফায়াত করে আমি তাদেরকে বের করতে থাকবো) আর এভাবে আল্লাহর আযাবের জন্য আমার উম্মতের মধ্যে কেন ব্যক্তিই অবশিষ্ট থাকবে না। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল কিয়ামতি, ৭/১৭৮, নম্বর-৩৯১১১)**

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান এবং আমাদের গুনাহ

سُبْحٰنَ اللهُ! একটু ভাবুন তো! হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমাদের প্রতি কতটুকু অনুভুতি এবং তিনি আমাদের প্রতি কতটুকু দয়ালু, এবার আমরা আমাদের সম্পর্কেও চিন্তা করি যে, আমাদের নিজেদের আক্বা ও মাওলা, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি কিরূপ এবং কতটুকু

ভালবাসা রয়েছে? আমার তাঁর দয়ার পরিবর্তে তাঁকে কতটুকু খুশি করেছি এবং তাঁর বাণী অনুযায়ী আমরা কতটুকু আমল করছি? একটু ভাবুন! যারা নিজের পিতামাতাকে ভালবাসে, তারা কখনোই তাদের মনে কষ্ট দেয় না, যাদের নিজেদের সন্তানদের প্রতি ভালবাসা রয়েছে তারা তাদেরকে দুঃখ পেতে দেয় না, কেউই তাদের বন্ধুকে চিন্তিত দেখা পছন্দ করে না, কেননা যাকে ভালবাসে তাকে দুঃখ দেয়া যায় না, কিন্তু আহ! বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান রাসূলের ভালবাসার দাবী করে থাকে, কিন্তু তাদের কাজ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আনন্দ প্রদানকারী নয়, সে কিভাবে রাসূলের প্রেমিক, যে নামায থেকে পালিয়ে বেড়ায়, জেনে শুনে নামায কাযা করে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী অন্তরের জন্য কষ্টের কারণ হয়। এটা কেমন ভালবাসা এবং কেমন প্রেম যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রমযান মাসের রোযা রাখার প্রতি জোর দিয়েছেন কিন্তু স্বয়ং রাসূলের প্রেমিক দাবীদাররাই এই নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে ফরয রোযা ছেড়ে দেয়। হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তারাবীর নামাযের প্রতি জোর দিয়েছেন কিন্তু অলস উম্মতরা পড়তে পারে না। প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাড়ি রাখার আদেশ দিয়েছেন কিন্তু আশিকে রাসূলের দাবীদাররা ফ্যাশনের (Fashion) প্রেমিক, রাসূলের শত্রুদের ন্যায় চেহারা বানিয়ে রাখে, এটাই কি ইশকে রাসূল?

আসুন! মিলেমিশে নিয়ত করি যে, আজ থেকে আমাদের কোনো নামায কাযা হবে না اِنْ شَآءَ الله। আজ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদের প্রথম সারিতে তাকবীরে উলার সহকারে আদায় করবো اِنْ شَآءَ الله। রমযানের কোন রোযা কাযা করবো না اِنْ شَآءَ الله। যাকাত ফরয হলে তবে

পরিপূর্ণভাবে তা আদায় করবো اِنْ شَآءَ الله। হজ্ব (Hajj) ফরয হলে তবে আদায় করাতে দেরী করবো না اِنْ شَآءَ الله। নাজায়িয ফ্যাশনের ধারে কাছেও যাবো না اِنْ شَآءَ الله। নামুহরিমের সাথে শরয়ী পর্দা করবো اِنْ شَآءَ الله। সিনেমা নাটক দেখবো না اِنْ شَآءَ الله। গান-বাজনা শুনবো না اِنْ شَآءَ الله। পিতামাতার মনে কষ্ট দিবো না اِنْ شَآءَ الله। আল্লাহ পাক এবং বান্দার হকের ব্যাপারে উদাসিনতা প্রদর্শন করবো না اِنْ شَآءَ الله। আর এই মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকবো اِنْ شَآءَ الله।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জগতটি অনেক বড়, এটা সবাই জানে, কিন্তু এর একটি সীমা অবশ্যই রয়েছে, জমিন অনেক প্রশস্ত এটা সবাই জানে কিন্তু এর একটা সীমা অবশ্যই রয়েছে, সমুদ্র অনেক বড় এটা সবাই জানে কিন্তু এর কিনারা ও গভীরতার (Depth) একটি সীমা অবশ্যই রয়েছে, নক্ষত্র সমূহের সংখ্যা অনেক বেশী এটা সবাই জানে কিন্তু এরও একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা তো অবশ্যই রয়েছে, খোদার সৃষ্টির সংখ্যা অনেক বেশী এটা সবাই জানে কিন্তু এরও একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাঁর উম্মতের প্রতি দয়া ও ভালবাসা এমন একটি সমুদ্রের ন্যায় যার গভীরতা ও কিনারা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কেউ জানে না। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাঁর উম্মতের প্রতি ভালবাসার বর্ণনা কুরআনে করীমেও বিদ্যমান। যেমনটি ১১তম পারার সূরা তাওবার ১২৮ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۲۸﴾

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১২৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন তোমাদের মধ্য থেকে ওই রাসূল, যার নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু।

বর্ণনাকৃত পবিত্র আয়াতের আলোকে "তাফসীরে সিরাতুল জিনান" এ লিপিবদ্ধ রয়েছে: এটা তো কুরআনে মজীদ থেকে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুসলমানের প্রতি দয়া ও মমতার বর্ণনা হলো, এবার মুসলমানের প্রতি হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া ও মমতার কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন:

উম্মতের প্রতি দয়া ও মমতার কয়েকটি উদাহরণ

(১) উম্মতের দূর্বল, অসুস্থ এবং কাজকর্ম সম্পাদনকারী লোকের কষ্ট হবে বলে ইশার নামাযকে রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করেননি। (২) দূর্বল, অসুস্থ এবং শিশুদের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযের কিরাতকে বেশি দীর্ঘ না করার আদেশ দিয়েছেন। (৩) রাতের নফল সর্বদা আদায় করেননি, যাতে তা উম্মতের উপর ফরয হয়ে না যায়। (৪) উম্মত কষ্টে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় তাদেরকে সওমে বিসাল রাখতে নিষেধ করে দেন (অর্থাৎ ইফতার করা ছাড়াই পরবর্তী রোযা রেখে দেয়া এবং এভাবে লাগাতার রোযা রাখাকে সাওমে বিসাল বলা হয়)। (৫) উম্মতের কষ্টের কারণে প্রতি বছর হজ্ব ফরয করেননি। (৬) মুসলমানদের প্রতি দয়া করে শুধুমাত্র তাওয়াফের তিন চক্করে রমলের নির্দেশ দিয়েছেন, সকল চক্করে

নয়। (৭) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পূর্ণ রাত জেগে ইবাদতে (Worship) লিপ্ত থাকতেন এবং উম্মতের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে খুবই অস্থিরতা সহিত কান্নাকাটি করতে থাকতেন, এমনকি দাঁড়াতে দাঁড়াদে প্রায় তাঁর পা মুবারক ফুলে যেতো।

(সীরাতুল জিনান, ৫/২৬৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক জীবনি অধ্যয়ন করা হলে তবে এমন মনে হয়, যেন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সারা জীবনই নিজের উম্মতদেরকে স্মরণ করতে থাকেন, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের ক্ষমা এবং মুক্তির জন্য রাতে ইবাদত করতেন, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুহায় একাকী গিয়ে কান্নাকাটি করতেন, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে কান্না করতেন, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের গুনাহ এবং কিয়ামতের কঠোরতার কথা মনে করে আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করতেন, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুরআনে সেই আয়াতের তিলাওয়াত শুনে কান্না করতেন যেই আয়াতে সকল উম্মত থেকে সাক্ষ্য নেয়া এবং তাঁকে সকল মানুষের সাক্ষ্য বানানোর আলোচনা বিদ্যমান, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কখনো একটিই আয়াত তিলাওয়াত করে সারা রাত অতিবাহিত করে দিতেন, কখনো বা দীর্ঘ দীর্ঘ কিয়াম ও রুকু করতেন, কখনো বা কপাল সিজদায় রেখে উম্মতের কল্যাণ প্রার্থনা করতেন। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করতেন, কেঁদে কেঁদে উম্মতের মুক্তি এবং কবর ও হাশরে কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করতেন।

কান্না করার কারণ কি?

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয় হাত মুবারক উঠিয়ে উম্মতের জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন এবং আরয করেন: اَللّٰهُمَّ اُمَّتِیْ اُمَّتِیْ হে আল্লাহ পাক! আমার উম্মত, আমার উম্মত। আল্লাহ পাক হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে আদেশ দিলেন যে, তুমি আমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট যাও। তোমার প্রতিপালক ভালই জানেন, কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসা করো যে, তাঁর কান্না করার কারণ কী? হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আদেশ অনুযায়ী উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে তখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে সকল অবস্থা জানান এবং উম্মতের প্রতি মহানুভবতা প্রকাশ করেন। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করেন: হে আল্লাহ! তোমার হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরূপ বলেন এবং আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞাত। আল্লাহ পাক হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে আদেশ দেন: আমার হাবীব (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বলো যে, আমি আপনাকে আপনার উম্মত সম্পর্কে অতিশীঘ্রই সন্তুষ্ট করবো এবং আপনার মুবারক অন্তরে কষ্ট দিবো না। **(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ১০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৯৯)**

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আপনারা কি কখনো শুনেছেন যে, যাঁর আপনাদের প্রতি সত্যিকার ভালবাসা রয়েছে অতঃপর প্রেমিকও কেমন! ঈমানের প্রাণ এবং কল্যাণের ভান্ডার, যাঁর সৌন্দর্য জগতকে সজ্জিতকারী সৌন্দর্যের উদাহরণ কোথাও পাওয়া যাবে না এবং তাকদীরের কলম তাঁর আকৃতি বানিয়ে হাত গুটিয়ে নিলো যে, আর কখনো এরূপ লিখবো না। কিরূপ মাহবুব? যাকে তাঁর মালিক সকল জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ (বানিয়ে)

পাঠালেন, কিরূপ মাহবুব? যিনি নিজের উপর একটি জগতের বোঝা উঠিয়ে নিলেন, কিরূপ মাহবুব? যিনি তোমার কষ্টে দিনের খাবার, রাতের ঘুম ত্যাগ করে দিলেন। তোমরা রাতদিন তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত এবং খেলাধুলায় লিপ্ত রয়েছো আর তিনি তোমাদের ক্ষমার জন্য রাতদিন কান্নাকাটি ও বিষন্ন হয়ে থাকতেন। রাতকে আল্লাহ পাক আরামের জন্য বানিয়েছেন, সকাল সন্নিকটে, ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে, প্রত্যেকের মন তখন আরামের দিকে ধাবিত হয়, বাদশাহ নিজের গরম বিছানা, নরম বালিশে আরামে মশগুল এবং যারা অসহায়, তাদেরও পা দুই গজ চাদর দ্বারা আবৃত, এমনই সুন্দর সময়, ঠান্ডা যুগে, সেই নিষ্পাপ, গুনাহহীন, পবিত্র আত্মা, যার আশ্রয়ে পবিত্রতা, নিজের আরাম আয়েশকে ছেড়ে দিয়ে, আরামের ঘুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, পবিত্র কপাল আল্লাহ পাকের দরবারে রেখে দিলেন যে, ইলাহী! আমার উম্মত গুনাহগার, ক্ষমা করে দাও এবং তাদের সকলের শরীরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৭১৬-৭১৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! ভাবুন তো! দুনিয়ায় এমন অসংখ্য লোক রয়েছে, যাদের সাথে পরস্পর প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক হয়ে থাকে, যেমন; পিতামাতা তাদের সন্তানদের ভালবাসে, সন্তান তার পিতামাতাকে ভালবাসে, বোন ভাইকে ভালবাসে, বন্ধু তার বন্ধুকে ভালবাসে, আত্মীয়রা পরস্পর একে অপরকে ভালবাসে ইত্যাদি, মনে রাখবেন! এই ভালবাসা অস্থায়ী হয়ে থাকে, এই ভালবাসা নশ্বর, এই ভালবাসা দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, এদিকে জীবনের রশি ছিন্ন হলো অপরদিকে ভালবাসার এই সকল সম্পর্কে যেন ব্রেক (Brake) লেগে যায়।

কিছুদিনের মধ্যেই ভুলে গিয়ে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়, কিন্তু মনে রাখবেন! ভালবাসার এমন একটি সম্পর্কও রয়েছে, যা হ্রাস পায় না, যা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিষেশায়িত নয়, যুগের পরিক্রমায় এতে হ্রাস পায় না আর তা হলো দয়ালু ও মেহেরবান আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাঁর উম্মতের প্রতি ভালবাসার সম্পর্ক, জি হ্যাঁ! হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর উম্মতকে নিজের জাহেরী জীবনেও স্মরণ রেখেছেন, নূরানী কবরে নূরানী শরীর নামানো হচ্ছে তখনও উম্মতকে স্মরণ করেছেন, নূরানী কবরে প্রবেশ হওয়ার পরও স্মরণ করছেন এমনকি কিয়ামতেও হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের উম্মতকে স্মরণ করবেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে দু'টি ঘটনা শ্রবন করি এবং নিজের ঈমান সতেজ করি।

(১) কিয়ামত পর্যন্ত "উম্মতি উম্মতি" করবেন

হযরত কুসাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নূরানী কবরে নামানোর পর সবশেষে বাইরে এসেছেন, তাঁর বর্ণনা হলো: আমিই শেষ ব্যক্তি, যে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা নূরানী কবরে দেখেছি, আমি দেখলাম যে, হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরানী কবরে নিজের মুবারক ঠোঁট নাড়ছেন, আমি আমার কানকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক মুখের নিকট করলাম, আমি শুনলাম যে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলছেন: "رَبِّ اُمَّتِی اُمَّتِی" অর্থাৎ আল্লাহ পাক! আমার উম্মত, আমার উম্মত। **(মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৪৪২)**

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসেও রয়েছে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন আমার ওফাত হয়ে যাবে, তখন নিজের কবরে সর্বদা

বলতে থাকবো: يَا رَبِّ اُمَّتِی اُمَّتِی (অর্থাৎ রাব্বে করীম! আমার উম্মত, আমার উম্মত) এমনকি দ্বিতীয় শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল কিয়ামাতি, ৭/১৭৮, হাদীস ৩৯১০৮)

(২) মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী

হযরত আল্লামা মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো সারা জীবন আমাদেরকে উম্মতি উম্মতি বলে ফরিয়াদ করতে থাকেন, নূরানী কবরেও উম্মতি উম্মতি করছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবেন এমনকি হাশরের দিনেও উম্মতি উম্মতি করবেন। সত্য কথা হলো যে, যদি শুধুমাত্র একবারই উম্মতি বলে দিতেন আর আমরা সারা জীবন ইয়া নবী ইয়া নবী, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বলতাম তবুও সেই একবার উম্মতি বলার হক আদায় হতে পারে না। **(আশিকে আকবর, ৫৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেককার নামাযী হওয়া এবং ঈমানের সুরক্ষা ও দৃঢ়তার চিন্তা অর্জনের জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান! ১২টি দ্বীনি কাজেও খুব উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করতে থাকুন, اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ নসীব হবে। যেলি হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো: সপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রতি শনিবার ইশার নামাযের পর মাদানী চ্যানেলে সরাসরি (Live) মাদানী মুযাকারা করে থাকেন, অর্থাৎ সারা দুনিয়া থেকে আশিকানে রাসূলের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তর প্রদান করে থাকেন, যেখানে অসংখ্য আশিকানে রাসূল আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা (করাচী)-তে উপস্থিত হয়ে দ্বীনি ইলমের বরকত হাসিল করেন। হাজার হাজার আশিকে রাসূল নিজ নিজ শহর বা এলাকায় সম্মিলিতভাবে মাদানী মুযাকারা দেখার আয়োজন করেন। আর মাদানী চ্যানেল ও সোশ্যাল মিডিয়ার (যেমন: ইউটিউব, ফেসবুক ইত্যাদি) মাধ্যমে তো বিশ্বের আনাচে কানাচে এই মাদানী মুযাকারা দেখা হয়ে থাকে। আপনারাও দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ, আউলিয়ায়ে কেরামের ফয়যান অর্জন, অন্তরে ইশকে রাসূল বৃদ্ধি, ইলমে দ্বীনের নূরে সজ্জিত হওয়া এবং নেককার নামাযী হওয়ার জন্য মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করুন এবং প্রচুর পরিমাণে নেকী অর্জন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

উম্মতের কিরূপ হওয়া উচিৎ?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিজের উম্মতের প্রতি ভালবাসার ঘটনাবলী শ্রবণ করছিলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা গর্বিত যে, আমরাও হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত, এবার আমরা আমাদের সম্পর্কে ভাবি যে, আমরাও কি হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে

তেমনই ভালবাসি, যেমনটি একজন উম্মতের তার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি হওয়া উচিৎ। যেমন; আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো নিয়মিত নামাযী হওয়া উচিৎ, আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো নিজের প্রয়োজনীয় মাসআলা এবং অন্যান্য ফরয ও ওয়াজিব বিষয় জানা থাকা উচিৎ, আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো তাকওয়া ও পরহেযগার হওয়া উচিৎ, আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো নিজের শরয়ী দ্বায়িত্ব পালনকারী হওয়া উচিৎ, আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর উম্মতের তো কুরআন তিলাওয়াতের প্রেমিক হওয়া উচিৎ, আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো জায়িয ও হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা বরং সন্তানদেরও এই কাজ থেকে বিরতকারী হওয়া উচিৎ, তাদের বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা প্রদানকারী হওয়া উচিৎ, আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো খোদাভীতি সম্পন্ন হওয়া উচিৎ, আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টাকারী হওয়া উচিৎ, প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো অনন্য গুণাবলীর অধিকারী হওয়া উচিৎ, প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা উচিৎ, আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো বাতেনী মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা উচিৎ, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো মুসলমানের কল্যাণকামী হওয়া উচিৎ, প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যকারী হওয়া উচিৎ, আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো সুন্নাতের অনুসারী হওয়া উচিৎ। আল্লাহ করীম আমাদের

সবাইকে দয়ালু নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সুন্নাতের উপর আমল করার তৌফিক নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসে পাক সম্পর্কে মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! হাদীসে পাক সম্পর্কিত কিছু মূল্যবান মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করুন: (১) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দ্বীনি বিষয়াবলী সম্পর্কিত চল্লিশটি (৪০) হাদীস মুখস্থ করে আমার উম্মত পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, আল্লাহ পাক (কিয়ামতের দিন) তাকে এই মর্যাদার সাথে উঠাবেন যে, সে একজন ফকীহ (ইসলামী আইনবিদ) হবে এবং আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করব এবং তার পক্ষে সাক্ষ্য দেব। **(মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ইলম, তৃতীয় অধ্যায়, ১/৬৮, হাদীস: ২৫৮)** (২) ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক তাকে সতেজ রাখুন, যে আমার হাদীস শোনে, মুখস্থ রাখে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়। **(তিরমিযী, ৪/২৯৮, হাদীস: ২৬৬৫)** ✯ হাদীস বলা হয় হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথা, কাজ, অবস্থা এবং মৌন সম্মতিকে। **(নুযহাতুল ক্বারী, ১/৮৭)** ✯ এই জ্ঞান অর্জন করা ফরযে কিফায়া। যদি সমগ্র উম্মতের মধ্যে এর কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি না পাওয়া যায়, তবে সমগ্র উম্মত গুনাহগার হবে। **(নিসাবু উসূলিল হাদীস মাআ ইফাদাতি রিদওয়িয়্যাহ, ২৮)** ✯ কুরআনে মাজীদের মতো রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীসও শরীয়তের আহকামের একটি মৌলিক উৎস। **(মুনতাখাব হাদীসেঁ, পৃষ্ঠা ৭)** ✯ হাদীসের নির্দেশনা ছাড়া ঐশী আহকামের বিস্তারিত জানা এবং কুরআনের আয়াতের উদ্দেশ্য ও মর্ম বোঝা সম্ভব নয়। **(মুনতাখাব হাদীসেঁ, পৃষ্ঠা ৭)**

☆ অনেক কুরআনের আহকাম এমন রয়েছে যেগুলোর সংক্ষিপ্ততার ব্যাখ্যা হাদীস দ্বারা করা হয়। **(মুনতাখাব হাদীসেঁ, পৃষ্ঠা ৭)**

ঘোষণা

হাদীসে পাক সম্পর্কে অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতী হালকায় বয়ান করা হবে অতএব এগুলো জানতে তরবিয়্যতী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

হাদীসে পাক সম্পর্কে অবশিষ্ট মাদানী ফুল

☆ কুরআনে মাজীদের পর শরীয়তের আহকামের দলিল হিসেবে হাদীসেরই স্থান। **(মুনতাখাব হাদীসেঁ, পৃষ্ঠা ২৬)** ☆ কুরআনে মাজীদ ও হাদীস উভয়ই ইসলাম ধর্মের মৌলিক ভিত্তি এবং শরীয়তের আহকামের শক্তিশালী দলিল। **(মুনতাখাব হাদীসেঁ, পৃষ্ঠা ২৬)** ☆ রাসূলের হাদীসের উপর ঈমান আনা ছাড়া কেউ কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝতে পারে না, ইসলাম ধর্মের উপর আমলও করতে পারে না। **(মুনতাখাব হাদীসেঁ, পৃষ্ঠা ৩০)** ☆ ইসলামে কালামুল্লাহ (কুরআন) এরপর কালামে রাসূলুল্লাহ (হাদীস) এর স্থান। **(মিরআতুল মানাজীহ, ১/২)** ☆ প্রত্যেক মানুষের উপর হুযুর عَلَيْهِ السَّلَام এর আনুগত্য করা ফরয এবং এই আনুগত্য হাদীস ও সুন্নাহ জানা ছাড়া অসম্ভব। **(মিরআতুল মানাজীহ, ১/৯)** ☆ হাদীস অস্বীকার করার পর কুরআনের উপর ঈমানের দাবি নিছক বাতিল। **(নুযহাতুল ক্বারী, ১/৬৩)** ☆ যতক্ষণ পর্যন্ত এটা জানা না যায় যে, এটি সত্যিই সম্মানিত হাদীস, ততক্ষণ পর্যন্ত বর্ণনা করবেন না। **(ফয়যানে ফারূকে আ'যম, ২/৪৫১)** ☆ আল্লাহ পাকের রহমত হয়ে দুনিয়াতে আগমনকারী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হলো: যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান না হয়, আমার পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকো। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল, তার উচিত সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। **(তিরমিযী, ৪/৪৩৯, হাদীস: ২৯৬০)** ☆ এসএমএস (SMS) এর মাধ্যমে রেফারেন্স ছাড়া কোনো হাদীস

www.dawateislami.net

ততক্ষণ পর্যন্ত ফরওয়ার্ড করবেন না, যতক্ষণ না কোনো সুন্নী বিশুদ্ধ আকীদা সম্পন্ন মুফতী সাহেব বা কোনো আলিমে দ্বীনের কাছ থেকে সত্যায়ন করিয়ে নেন। **(ফয়যানে ফারূকে আ'যম, ২/৪৪০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহর নেয়ামত পাওয়ার পরের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার জাদুয়াল অনুযায়ী "**আল্লাহর নেয়ামত পাওয়ার পরের দোয়া**" মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّیْ

(পারা ১৯, সূরা নামল: ৪০)

অনুবাদ: এটি আমার প্রতিপালকের দয়ায়। **(ফয়যানে দোয়া, পৃষ্ঠা ২৬০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৲) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা

www.dawateislami.net

শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net